দৈনিক ইনকিলাব

10

তারিখ 3 1 JAN 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাসীদের তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে

।। ইনকিলাব রিপোর্টার ।।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িতদের তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। গত বছর নভেম্বর মাস থেকে সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরী করার কথা থাকলেও তা তৈরী হয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাসকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তালিকা অনুযায়ী পুলিশের বিভিন্ন বিভাগ অভিযান শুরু করেছে। পুলিশের একটি সূত্র জানায়, সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরী করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দফতরে জমা দেয়া হয়। গত বছর ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাসী ঘটনার হোতাদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরী করে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ, সিআইডি ও গোয়েন্দা পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ রাজধানীর প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসকারী হিসাবে ১শ' ১ জনের নাম পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। সূত্র জানায়, রাজধানীর ১৪টি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ৭টি জোনের এসি, গোয়েন্দা পুলিশ, সিআইডি ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ পৃথক পৃথকভাবে সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরী করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দফতরে জমা দেয়। প্রতিটি তালিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১শ' ১ জনের নামের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের মধ্যে মুজিববাদী ছাত্র লীগ, যুব লীগ, জাসদ সমর্থিত ছাত্র লীগ, জাতীয় পার্টির সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ও ছাত্র দলের কর্মীদের নাম রয়েছে। পুলিশের ৩টি বিভাগের কাছে তালিকা দেয়ার পর গতকাল পর্যন্ত ৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ছাত্র দল থেকে বহিষ্কৃত কয়েকজন রয়েছে। চাঁদা আদায় ও ভাঙ্গচুরের মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে তেজগাঁও কলেজের ৩ জন ছাত্র দল কর্মীকে গ্রেফতার করে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক রাখা হয়েছে। মুজিববাদী ছাত্র লীগের গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে লিয়াকত হোসেন লিয়াকত, মোশারফ হোসেন, মাসুম আহমেদ, মাইনুদ্দিন, স্বপন, সাবের, নান্নু, সারোয়ার, মাসুদুর রহমান মাসুদ, মনির, হোসেন মনির ও নির্মল বিশ্বাস বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক রয়েছে। সূত্র মতে, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান শুরু হওয়া এবং গ্রেফতার হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অনেকটা কমে এসেছে।

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

তালিকা প্রণয়ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গত বুধবার দিবাগত রাতে গোয়েন্দা পুলিশ ক্যান্টনমেন্ট এলাকার খিলক্ষেতের একটি বাসায় হানা দিয়ে জহুরুল হক হলের ছাত্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র লীগের অন্যতম কর্মী মাইনুউদ্দিনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানায়, ক্যাম্পাসে জাসদ সমর্থিত ছাত্র লীগের নেতা মাহবুব হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অপর দিকে গতকাল ভোরে তেজগাঁও এলাকা থেকে তেজগাঁও থানা শাখা ছাত্র লীগ ও যুব লীগের নেতা তালেবকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে একটি স্টেনগান উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, তালেব একজন সন্ত্রাসকারী।

সূত্র মতে, সরকার সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন সন্ত্রাসকারী যে দলেরই হোক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। গ্রেফতারের পর পার্টির নেতাদের প্রভাবে ছেড়ে দেয়া হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে কড়া নির্দেশ দেয়ার পর পুলিশ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করছে।

সূত্র জানায়, গ্রেফতারের পর সন্ত্রাসকারীকে কোন থানায় আটকে রাখা হয়েছে তা তদ্বিরকারী নেতারা জানতে পারেন না। ফলে পুলিশ কর্মকর্তারা সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করার পর তদ্বিরকারী নেতাদের সহজেই এড়িয়ে যেতে পারেন।

পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানান, থানায় প্রতিনিয়ত আসামীকে ছেড়ে দেয়ার জন্য তদ্বির করা হয়। পার্টির কর্মী পরিচয় দিয়ে অপরাধীকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। কর্মকর্তার মতে, সরকারী এবং বিরোধী দল বলে কোন কথা নেই। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের একশ্রেণীর নেতারা তদ্বির করে থাকেন।

সূত্র জানায়, রাজধানীর বাইরে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসকারী রয়েছে তাদের একটি তালিকা ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই তৈরী করা হবে। আর এ লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ চলছে। তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর আগামী মার্চ মাস থেকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চালানো হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।